দ্রৌপদী।

(কাব্য)

শ্রীজগদীশ্বরী দেবী প্রণীত।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৮২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, হাতিবাগান,
নিউটন প্রেসে
শ্রীশ্রীশ রায় চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।

রঙ্গপুর, ১৩১১।

মূল্য ।৷০ আট আনা মাত্র

উৎসর্গ পত্র।

পরম কল্যাণীয়া—

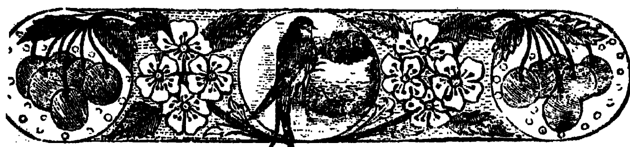
শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দাসী।

বৎসে,

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর বেদের বিভাগকর্ত্তা মহর্ষি দ্বৈপায়ন কোমল তূলিকাদ্বারা মহাভারত-রূপ-পটে যে উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; যে চিত্র বিলোকন করিয়া সমস্ত জগৎ মুগ্ধ; ভারবি প্রভৃতি মহাকবিগণ অদ্যাপি যে চিত্রের অনুলিপি করিতে যাইয়া অপারগ হইয়াছেন, আজ একটি নিরক্ষর-অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোক তাহার অনুলিপি লিখিতে প্রস্তুত হইয়াছে। জানিনা এরূপ সাহসিকতা ও ধৃষ্টতার অর্থ কি। চিকিৎসকের উপদেশে চারিমাসকাল শয্যা হইতে উঠিবার অধিকার ছিল না। শুইয়া শুইয়া কি করি, পেন্‌সিল ও পত্রের সাহায্যে হিজিবিজি লিখিতে-ছিলাম; তাহারই ফল "দ্রৌপদী"। অরণ্যষষ্ঠী-পূজার সময়ে পুরন্ধ্রীগণ ব্যজনে সিন্দুরদ্বারা ষষ্ঠীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করেন। পুত্র কন্যাগণের নিকটে সেই ব্যজন বাহির করা হয়, সেই চিত্র তাহাদিগের নিকটে আশীর্ব্বাদ স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। তুমি আমার শিষ্যা, দেবগুরু পতি-ভক্তিতে যশস্বিনী, তোমার নিকটে আমার এই অপকৃষ্ট চিত্রেরও অনাদর হইবে না। সেই সাহসেই তোমাকে এই "দ্রৌপদী" প্রদান করিতেছি; ষষ্ঠীর প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় এই আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ—"দ্রৌপদী" গ্রহণ কর।

আশীর্ব্বাদিকা—

শ্রীজগদীশ্বরী দেবী।



দ্রৌপদী

(কাব্য)

ভারবির* বীরনারী ভারতে উদ্‌গীত
পার্থপার্থিবের বধূ যজ্ঞসেনসুতা
দ্বৈতবনে দাঁড়াইয়া ভর্ত্তারে সম্বোধি,
(আছাড়ি অম্বুধিবক্ষে পড়ি শৈবলিনী
উত্তাল-তরঙ্গ তুলি বক্ষঃ আলোড়িত
করে যথা) তেমতিরে কি যেন বলিয়া
আন্দোলিত করিতেছে স্বামীর হৃদয় ;
উষ্ম-শোণিতের স্রোত বহাইয়া সতী।
বসিয়া বসুধা-তলে অজিন-আসনে
বসুধেশ অধোমুখে বাসব-প্রতিম
রহিয়াছে, রহিয়াছে চারিদিগে ঘিরি
ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়, হায় ! তেমতি বদনে
একাবৃকোদর বিনা বিষাদের রেখা

* সুপ্রসিদ্ধ কিরাতার্জ্জুনীয় প্রণেতা।

ভাতিতেছে সকলের। দূরে দ্বৈপায়ন,
উজ্জ্বল-লোচনদ্বয়, প্রশস্ত-ললাট,
পৃষ্ঠে শোভে জটাভার, ভারতের রবি,
ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি, ভারতী-সেবক,
শিষ্যবৃন্দে নিষেবিত, করেতে লেখনী,
ভূর্জ্জপত্রে লিখিতেছে অতিসাবধানে
কৃষ্ণামুখ-উচ্চারিত-প্রত্যেক-অক্ষর
বৃদ্ধবিজ্ঞ ঋষিশ্রেষ্ঠ ; যথা বিজ্ঞাপক*।
দাঁড়াইয়া মহীয়সী মহীন্দ্র-মহিষী,
মহেশমহিষী-সম উন্মুক্ত-চিকুর।
পৃষ্ঠে কৃষ্ণকেশভার, জলধর-সম,
নিতম্বের নিম্নাবধি পড়িছে গড়িয়া,
অল্পে অল্পে আন্দোলিত সমীরণভরে।
জানিনা বিজুলি কেন উঠিল জ্বলিয়া,
নয়নে বদনে আর কপাল-ফলকে,
পাঞ্চালীর। পঞ্চপতি সহসা মূর্চ্ছিত।
উজলিল বনস্থলী সহশৈবলিনী,
ভয়েতে বুজিল চক্ষু হরিণী, হরিণ,
উড্ডীন বিহগকুল গগনমণ্ডলে
পাখা মেলি, স্থির যেন রহিল থমকি।
আহার্য্য-হরিণ হেরি, লক্ষ্য করি তারে

* Reporter.

ভীষণ শার্দ্দূল ঐ লম্ফ দিবে দিবে,
সহসা থমকি যেন দূরে দাঁড়াইল।
সহসা লেখনী ত্যজি ঋষিদ্বৈপায়ন,
কিছুকাল শিষ্য-সহ হইল স্তম্ভিত!
আবাল্য যাঁহার ভয় নিত্য অবিদিত,
সহসা সে ঋষি আজ উঠিলা চমকি।
স্রোতস্বতী, সমীরণ নিজবেগ ছাড়ি
হঠাৎ সুস্থির হ'ল। স্তম্ভিত অম্বুধি।
ক্রোধ-বিস্ফূর্জ্জিত সেই তাড়িতপ্রবাহ
আলোকিয়া বনস্থলী, কৃষ্ণাকাদম্বিনী
গর্জ্জিয়া উঠিল। যাহে ভীমের মানস-
উৎসাহ-ময়ূর, পিচ্ছ বিস্তারি নাচিল।
কহিল দ্রৌপদী আমি দ্রুপদ-দুহিতা।
পূজনীয়-বিপ্র যদি শত্রু হয় কভু;
তথাপি ক্ষমার্হ নয়; যাঁহার নিকটে
সেই রাজাযজ্ঞসেন আমার জনক.
ভ্রাতা মোর ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রোণে বধিবারে
যাঁহার উদ্ভব খ্যাত যজ্ঞানল হ'তে।
সেই প্রতিশোধ-প্রিয়-অন্বয়ে জনমি,
কি করিয়া ক্ষমি আমি শত্রু-নির্যাতন?
জানিহে অজাতশত্রু, তব শত্রু নাই,
শিখিলে এ ধর্ম্ম কোথা? কে তার শিক্ষক?

যে ধর্ম্মে ক্ষমার্হ প্রভু, পত্নী-নিপীড়ক।
সেইরূপ অবস্থায় প্রকাশ্য-সভায়,
চক্ষুর উপরে শত্রু আনিয়া বনিতা,
করিলে ও অন্তরীয়বস্ত্র উন্মোচন।
তথাপি ক্ষমার্হ শত্রু যে ধর্ম্মের বিধি।
এ ধর্ম্মের ফলে বুঝি ত্রিদিবনগরে
দেবসভা ধরিয়াছে বক্ষে সিংহাসন
তোমার নিমিত্ত, পার্থ, পত্নী যোগ্য তব
দ্রুপদকুমারী নয়, নরকের দ্বার
উন্মুক্ত যাহার জন্য, নরক-যন্ত্রণা
এ জীবনে ভুঞ্জিলাম, পরজীবনেতে
ভুঞ্জিব আবার, তব যোগ্য নই আমি।
স্বামী তুমি, কি বলিব ? দেখি নাই কভু,
শুনি নাই কভু, প্রভু, ঈদৃশ ধরম।
সম্পদ, বিপদ-সখা ধর্ম্ম-অন্তরায়,
অন্তরে বিশ্বাস যদি তবে কান্ত, কেন ?
ধরিলে মুকুট শিরে হীরক-ভূষিত।
কেন ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ে বিপর্য্যস্ত করি,
পাঠাইলে চারিদিগে, বুঝিনা বুঝিনা,
দিগ্বিজয়ে কিবা ফল পাইলে ? রাজন্,
আমন্ত্রিয়া, রাজমণ্ডলীরে, রাজদণ্ড
কনক নির্ম্মিত কেন করে ধরি ? রাজা,

মস্তকে ধরিলে শ্বেতচ্ছত্র চন্দ্রাতপ-
সম ব্যোম আবরিয়া মৌক্তিকে খচিত !
আমন্ত্রিয়া ঋষিমণ্ডলীরে, কেন নাথ,
তাঁদের সহস্রকর-বিধৃত-কলস-
আবৰ্জ্জিত-মন্ত্রপূত-সলিল-ধারায়
নিজে অভিষিক্ত হ'লে, দাসীরে করালে,
কি উদ্দেশে ? রাজসূয় অনুষ্ঠান করি
পূজনীয়-ঋষিবৃন্দে যজ্ঞীয়-উজ্জ্বল-
অনল-জ্বালায় দগ্ধকলেবর করি।
কি ফল ফলিল ? মর্ম্ম কিছুই বুঝি না।
শর্ম্মলাভ-হেতু ধর্ম্ম ; সে ধর্ম্মে কি ফল ;
যাহার উত্তর-ফল শত্রুতে অর্পণ।
বুঝেছি বুঝেছি নাথ, উদ্দেশ্য তোমার।
আমা সবা অপেক্ষায়, সর্ব্বাপেক্ষা তব
প্রিয় দুষ্ট দুর্য্যোধন, দুর্জ্জয় দুর্ম্মতি,
কষ্ট করি, যুদ্ধ করি, রাজসূয় করি,
বুদ্ধিব্যয়, অর্থব্যয়, করি শক্তিব্যয়,
যদি সে সমর্থ নয় সাম্রাজ্য লভিতে।
এ জন্য এ কৃপাপাত্র তব অনুগত-
ভ্রাতৃগণে, ঋষিগণে, রাজগণে পুনঃ
দেহপাত করাইয়া সাম্রাজ্য লভিয়া,
পাশা-ক্রীড়া ছলে তাহা দিলে দুর্য্যোধনে।

ধন্য ভ্রাতা দুর্য্যোধন, ধন্য তব স্নেহ
যাহে নিপতিত সদা ; অবাধ নির্ঝর
যথা গিরি-হৃদি ফাটি পড়ে ধরাতলে।
দুর্য্যোধন হ'তে তব ভক্ত অনুকূল
ভ্রাতা এ জগতীতলে কে আছে দেখি না।
প্রকাশ্য-সভায় যিনি অন্তঃপুর হ'তে
কেশে ধরি বনিতারে আনি গুরুজন-
সমক্ষে সভার মাঝে উলঙ্গ করিতে
আদেশিল দুঃশাসনে দুঃসহ দুঃশীল।
পিতা, পিতামহ, গুরু সবার সমুখে
বাম উরু দেখাইল, গর্ব্বিত, মোহিত।
গুর্ব্বঙ্গনা পূজনীয়া শাস্ত্রের নিদেশ
উপেক্ষিয়া, উপেক্ষিয়া সদাচার-বিধি,
লোকলজ্জা উপেক্ষিয়া নির্ল্লজ্জ পামর।
প্রিয়ভক্ত ভ্রাতা সেই ; তুমি সদা তাহে
অনুরক্ত ; নিজরক্ত বহাইয়া তার
উপকার করিবার পার তুমি, প্রভু।
নরবর, বর্ব্বর-কর্ব্বুরগণ কভু
অত্যাচার নিশাচর ঈদৃশ করিতে
পারে না পারে না ; যাহা করিল কৌরব।
ধরণী-গৌরব বলি যারা অহঙ্কৃত।
কি কহিব ? পতি তুমি, ঈদৃশ ব্যাপারে

অধোমুখে ধরাবক্ষে রহিলে বসিয়া ;
অদ্বিতীয় রাজা যিনি এ মহীমণ্ডলে।
পত্নী-অপহারীরে ক্ষমিছে কভু কেউ
দেখিয়াছ ? দেখাইলে আশ্চর্য্য জগতে।
পারে না বর্ব্বর, কভু কিরাত, দরদ,
হূণ, চীন-আদিজাতি, পশুও পারে না,
পারে না বিহঙ্গ কিংবা পতঙ্গ কীটাণু।
ক্ষমাপতি, ক্ষমাগুণ যাদৃশ তোমার,
ঈদৃশ কাহার(ও) কভু হয়নি হবে না।
অক্ষমের গুণ ক্ষমা। ক্ষমাগুণে কভু
কেহ এ জগতে ক্ষমা-পতি হয় নাই।
ক্ষত্রিয়ের ক্ষমাগুণ অনিষ্ট-নিদান,
প্রত্যক্ষ তাহার ফল চক্ষে বিলোকিয়া,
আর কি বলিতে চাও ? নিতান্ত বর্ব্বর
অতীতে বিশ্বাস করে। তুমি কি তাহাও
বিশ্বাস করিতে ধন্য, পারনা পারনা।
কি যে উপাদানে বিধি তোমারে গড়িছে,
সর্ব্বংসহা বসুমতী ; ক্ষমা নাম যার
তদংশেও তোমাগড়া অসম্ভব বুঝি।
সহিতে সহিতে ধরা সহিতে পারে না,
আমার সমান ক্রোধে কম্পিত হইয়া
গর্জ্জন করিয়া করে অগ্নি উদ্গীরণ।

স্থতরাং সে ধরার অংশে তব দেহ
হয়নি নির্ম্মিত, রাজা। হয়নি পবনে,
অগ্নি ত কখন(ও) নয়, সলিল-কম্পনে
এ জগৎ আপ্লাবিত মুহুর্মুহু হয়।
জলধরে নিত্য হয় বিদ্যুৎ-স্ফূরণ;
স্থতরাং জলে জন্ম তোমার দেহের
অসম্ভব; অম্ভোনিধি যাহার আশ্রয়;
সতত বাড়বানল রত্নরাজিসনে
যাহে জ্বলে। জলধির দৃষ্টান্তে কি বুঝ?
স্পৃহনীয়-রতনে ও লোভি মানুষের
জন্মে ভয়; পাছে যদি অগ্নি উহা হয়।
জ্বলন্ত-তেজের সনে সমুজ্জ্বল-ক্ষমা
থাকিবে হৃদয়ে; দেখি যেন কেহ কভু
বুঝে না। বুঝিলে পুত্র শিক্ষার সময়
ভয়শূন্য হ'য়ে শিক্ষাপ্রতি মনোযোগ
করে না। এ ক্ষমা নহে কল্যাণ-নিদান,
অকল্যাণ-হেতু বটে। বুঝিলে কিঙ্কর
ক্ষমা আছে, ক্রমে প্রভু-শয়নে শয়ন
করে; করে পরিধান বসন প্রভুর।
পাদুকায় পদার্পণ করি ভাগ্যধর,
গৃহিণীর প্রতি করে কটাক্ষবর্ষণ।
তাহার কল্যাণ হেতু তাহার শাসন

নিতান্ত কর্ত্তব্য ইহা শাস্ত্র-অনুমত।
নরেন্দ্র, মুনীন্দ্রবৃন্দ ক্ষমার আধার
তথাপি ধর্ষণে তেজে উত্তপ্ত হইয়া
দগ্ধ করে অবজ্ঞাতা; যথা তপ্ত-জল।
অতিশৈত্য বুঝি, বুঝি চন্দ্রেরে গিরীশ
ললাটে, লোচনানলে দগ্ধ করিবারে,
রাখিয়াছে। রাখিয়াছে তোমারে তেমতি
বিধাতা শাত্রব-নেত্র-দহন-উপরে।
অধৃষ্য-তপন কিংবা দহনে কদাপি
কেহ কি অর্পণ করে জানি, পাণিতল।
বিধাতা ও তেজস্বীর সন্নিধানে বুঝি
অগ্রসর হ'তে ভীত; সাক্ষী দুর্য্যোধন।
নিরীহ-মীনেরে করে মানুষে ভোজন,
কুম্ভীরের কাছে ভীরু নহে অগ্রসর।
ছাগ ও হরিণ, হের নরের আহার,
শার্দ্দূল, কেশরী নয়; বরঞ্চ তাহারা
মানুষ-শোণিতে করে তৃষ্ণা-নিবারণ।
সূর্য্যবংশ চন্দ্রবংশ এক-সূর্য্য হ'তে
বাহিরিছে দুইশাখা, তবে কেন রাজা,
তোমাতে সূর্য্যের তেজ হেরিতে না পাই?
বুঝেছি সূর্য্যের তেজ চন্দ্রে সংক্রমিত
হ'য়ে, আলোকিতমাত্র, করে শশধরে,

ডুবে যায় উষ্মগুণ তার শৈত্যগুণে,
তোমাতে না দেখি তাই উষ্ম-সূর্য্য-তেজ।
কিন্তু, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন চন্দ্রবংশোদ্ভব
হইয়াও করিয়াছে বিপক্ষ দলন।
কুন্তভোজ-রাজপুত্রী কুন্তী তেজস্বিনী ;
তাঁহার নন্দন তুমি কিরূপেতে বলি ?
তোমারে সম্বোধে যদি "পার্থ" বলি কেহ,
ম্রিয়মাণ হই আমি লজ্জায় তখনি।
"দ্রৌপদী" বলিলে আমি তেমনি লজ্জিতা
হই ; যেন করি আমি মাটীতে প্রবেশ।
দিগ্বিজয়ে ভীমার্জ্জুন, মাদ্রীসুতদ্বয়,
গিয়াছিল প্রণমিতে দেবীর নিকটে।
প্রত্যেকেরে আশীষিয়া প্রত্যেকেরে পৃথা
বীরনাদে বীরাঙ্গনা কহিতে লাগিলা।
"যাও বৎস, দিগ্বিজয়ে বিজয়-নিশান
সমীরণে কাঁপি যেন কাঁপায় জগৎ।
পাণ্ডবের বীরগর্ব্ব যেন ভূমণ্ডলে,
গর্ব্বভরে কহে কাঁপি ; স্বর্গের দেবতা
দেখি যেন হয় ভীত, বিস্মিত, স্তম্ভিত।
তব প্রত্যাগম-অগ্রবর্ত্তী হ'য়ে যেন
তোমার বিজয়-গাথা আসে কর্ণপুটে।
শত্রুর ভয়েতে ভীত-জীবিত তোমারে

প্রত্যাগত দেখিবারে ভোজরাজসুতা
চাহে না চাহে না, কুন্তী ক্ষত্রিয়কুমারী,
বরঞ্চ হইব তুষ্ট, সম্মুখ-সমরে
হাসিমুখে আলিঙ্গিছ সেই রণভূমি,—
শ্রুতিসুখকর বার্ত্তা যদি শুনি আমি।
অন্ধকারে না নাশিয়া ফিরে কি তপন?
বরঞ্চ ঢলিয়া পড়ে অস্তাচল-শিরে
হাসিমুখে। অন্ধকারে পৃষ্ঠপ্রদর্শন
করে না কদাপি সূর; কদাপি করে না
তেমতি ক্ষত্রিয়শূর শত্রুরে সমরে
পৃষ্ঠপ্রদর্শন; মোর আদেশ মানিবে,
নিশ্চয় জানিবে এই আদেশ আমার।
প্রসবি অনলে যথা অরণি সুন্দরী
সেই অগ্নিতেজে তেজস্বিনী হয় পুনঃ,
নিবিলে অনল হয় ভস্মে পরিণত;
তেমতি তোদের তেজে কুন্তী তেজস্বিনী
হ'তে ইচ্ছে, যদি হও ভারত-প্রদীপ
নির্ব্বাপিত দৈবদোষে, পতঙ্গ-পতনে,
সমর-প্রাঙ্গণে হায়! পাণ্ডুরাজাঙ্গনা
অঙ্গারেতে পরিণত হবে অঙ্গসহ।
ইহলোক আলোকিয়া অলৌকিক-তেজে
যাও বৎস, পরলোকে, তাহে শোক নাই,

"রোগে মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের ঘৃণার্হ, গর্হিত."
এ উক্তির পক্ষপাতী তোদের জননী।"
সেই কুন্তী ধরিয়াছে প্রথমে উদরে
তোমারে কি মহারাজ, হয় কি বিশ্বাস ?
কুন্তীর সহিত নাথ, কহিছে দ্রৌপদী,
তমোময় কুরুকুল নিঃশেষ করিতে
ভারতের সূর্য্য তুমি হও অগ্রসর,
আলোকি ভারতভূমি, আলোকি আকাশ
কৃতান্তমন্দির-গুহা লউক আশ্রয়,
পরিপন্থি-ধ্বান্ত, কান্ত এ মিনতি মোর।
না বিনাশি ফিরিবে না, ভারতের রবি,
বরঞ্চ বিশ্রাম নিবে অস্তাদ্রি-শিখরে।
হাসিয়া দ্রৌপদী-দিবা তুমি-দিবাকর-
সহ হবে অস্তমিত চিরসহচরী।
শিতদ্যুতি বলি চন্দ্রে কলঙ্কের রেখা
দেখিতে সমর্থ সবে। কে পারে জগতে
দুর্নিরীক্ষ্য-সূর্য্যে কভু এ চক্ষে লোকিতে
অঙ্কে কি কলঙ্ক আছে ; ছাড়ি শীতলতা
করহ আশ্রয় তেজে, পাণ্ডুকুল রবি।
অথবা পঞ্চত্ব-লাভ পঞ্চ-পাণ্ডবের
হউক, দ্রৌপদী কহে। যাহা তোমাদের
নিয়ত সাধর্ম্ম্য, নাথ, বুঝেছি, বুঝেছি।

পঞ্চত্ব না হ'লে কভু দুষ্ট দুঃশাসন,
পারে কি করিতে এত নিগ্রহ পত্নীর।
পঞ্চজনহিতকারী পাঞ্চজন্য নিয়ে
পাঞ্চালীর সখা ঐ পঞ্চমুখপ্রিয়
সে শঙ্খনিনাদে বিশ্ব চমকিত করি
কি কহিছে বাসুদেব ? বসুধাবাসব,
কি ভ্রান্তি ! বধির তুমি শোননা শ্রবণে।
নরহরি হরি তব পক্ষেতে রহিতে
হরিবিরহিতপক্ষহ'তে কিসে ভয় ?
নারী আমি নারী আমি, নারি তা বুঝিতে।
নরপতি, নরকারি তোমারে রক্ষিতে
আপনি নিযুক্ত কৃষ্ণ ধরি সুদর্শন।
কেন ভ্রান্ত তুমি নাথ, ভ্রাতৃচতুষ্টয়
ভুজচতুষ্টয় তব তুমি নারায়ণ,
কেন লক্ষ্মীভ্রষ্ট তুমি ? লক্ষ্মীভ্রষ্ট কভু
নারায়ণ হইয়াছে ; শুনি নাই নাথ।
অসুরে হরিছে লক্ষ্মী, এই চতুর্ভুজে
বিনাশি অসুরে লক্ষ্মী উদ্ধার ; যেমতি
অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী উদ্ধারে রাঘব।
তোমার হস্তেতে নাথ, সদা ভ্রাম্যমাণ
ছিল এই রাজ্যচক্র। সে চক্র এখন
অর্পিয়াছ কার হস্তে ? সে কি যোগ্য তার ?

দেখ না ভারতভূমি আমার সমান
অনাথার প্রায়, নাথ, হের অশ্রুমুখী,
কাঁদিয়া আকুল হ'য়ে কাঁদায় জগৎ।
ভারতের দুঃখে ও কি তোমার হৃদয়
না হয় আপ্লুত, যারে সদা সাবধানে
প্রীতিনেত্রে বিলোকিতে, পালিতে ভূপতি,
নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জিয়া, যার সুখ লাগি,
সতত সতর্ক ছিলে, ভুলিলে কি তারে?
সর্ব্বকর্ম্ম, সর্ব্বধর্ম্ম, পরিহরি রাজা,
যার সুখবৃদ্ধি হেতু ছিলে যত্নপর।
অর্চ্চনা, বন্দনা, কিম্বা যজ্ঞঅনুষ্ঠান,
ব্রাহ্মণ-সেবন-আদি প্রতিকার্য্যে সদা
বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম, নীতি, স্বাস্থ্য, আয়ুঃ, বল,
ধন, ধান্যে সমুন্নতি 'ভারতভূমির
হউক ; বলিয়া ছিল প্রার্থনা তোমার।
নিজের উন্নতিহেতু ছিলনা কদাপি।
যাহার উন্নতিচিন্তা করিতে করিতে
জাগিয়া ঘুমাতে, তুমি, জাগিতে নিদ্রায়।
হায়! নাথ, দেখ তার কি দশা এখন।
দুঃশাসনপাপহস্তে সমর্পিয়া তারে,
স্বার্থান্ধপামর ঐ রাজা দুর্য্যোধন
কোষপূর্ণ করিতেছে, নানা উপায়েতে

প্রজার সর্ব্বস্ব দুষ্ট করিয়া লুণ্ঠন।
তৃণগৃহপৃষ্ঠে দিয়া অনলে আসন,
যে করে তাহাতে গৃহরক্ষার প্রার্থনা,
করুক প্রার্থনা সেই স্বার্থান্ধ হইতে
প্রজার উন্নতি। হায় নির্দ্ধন করিয়া
বসুধারে, বসুধারা নিজকোষ গৃহে
বরষিছে নিরন্তর পাপী দুর্য্যোধন।
ভীষণ শ্বাপদ বুঝি, বুঝি মধুরতা
গোদুগ্ধে গাভীর রক্ত, মাংস অস্থি আদি
কিছুই ছাড়ে না, তাই রাজা দুর্য্যোধন
অমৃত লভিয়া পুনঃ অমৃত উদ্দেশে
নির্দ্দয় রূপেতে নিত্য মথিছে ভারত।
অবশ্য ইহার ফল উঠিবে নিশ্চয়
কালকূট বাড়বাগ্নি; যাহা নিবাইতে
পারিবে না কেহ কভু; যাহার প্রভাবে
ক্ষণেকে ক্ষত্রিয়কুল হইবে নির্ম্মূল।
জলধারা বরষিলে, তরু খাদ্য সার
অর্পিলে পাদপমূলে, তার বাসভূমি
রাখিলে নিয়ত পরিষ্কৃত, অন্তরায়
নিবারিলে নির্ব্বাধ আতপ, মহাতপাঃ,
নির্ব্বাধমেঘেরজল, নির্ব্বাধজোছনা,
নির্ব্বাধসমীরভোগে অধিকার দিলে।

অজস্র সহস্রফল নিরন্তর তরু
বিতরে প্রচুরতর সুপক্ক আপনি।
দেখনা ধান্যাদিশস্য আতপ বরষা
ভোগী, ভোগী, প্রান্তরেতে আহার্য্য নরের
বুকে ধরি নিজরসে পরিপুষ্ট করি
আপন জীবন ত্যজি বিতরে মানুষে।
দেখনা কদলীতরু পক্কমিষ্টফল
বিতরি পালকহস্তে সন্ততির সহ,
আলিঙ্গে মঙ্গলময়ী-জননী-অবনি।
আপন কল্যাণহেতু প্রজার কল্যাণ
তরুর দৃষ্টান্তে সদা বুদ্ধিমান্ রাজা
সংসাধিবে; অতিলোভে প্রজার বিনাশ,
প্রজার বিনাশে ধ্রুব রাজার বিনাশ।
আহারে গাভীর হয় দুগ্ধের বৰ্দ্ধন,
দুগ্ধের বর্দ্ধনে হয় বৎসের বর্দ্ধন,
পালক প্রচুরদুগ্ধে হয় অধিকারী,
বৰ্দ্ধিত বৎসেও হয় তারি উপকার।
এ সমস্ত না চিন্তিয়া গাভীর আহারে
যে করে কার্পণ্য; পুনঃ নির্দ্দয় হইয়া
কৃশবৎসে না করিয়া করুণাবর্ষণ
অত্যন্ত দোহন করে; তার পরিণাম
কি বুঝাব? মহারাজ, তুমি ধর্ম্মরাজ,

এ সব উদ্দেশ্য নাথ, অবশ্য তোমার
স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই ; কর্ত্তব্যতা বোধ,
স্বধর্ম্ম ও দয়া তোমা করিছে প্রেরিত,
ধর্ম্মজ্ঞান, দয়াবৃত্তি কর্ত্তব্যতাবোধ
পাপাত্মার কভু নাই ; পাপী দুর্য্যোধন।
স্বার্থান্ধ না বুঝে স্বার্থ ; আশ্চর্য্য এ বড় !
আশ্চর্য্য এ বড় ! তারে তুমিও না বুঝ।
প্রপ্রীড়িত প্রজাগণ ; তোমার বিরহে
অত্যন্ত কাতর তারা ; এ আশ্চর্য্য বড় !
সময় বুঝনা রাজা ; যদি অরণ্যানী
ত্যজি রাজ্যে গিয়া কর অভয়প্রদান,
অসহায় প্রজাগণে ; তা হ'লে নিশ্চিত
রাজভক্তপ্রজাগণ, জীবনের আশা
ত্যজিয়া তোমার হেতু হবে অগ্রসর
কোষোন্মুক্ত করবাল গ্রহিয়া স্বকরে।
তোমারে করিতে রাজা মিলি প্রজাগণ
এসেছিল ধৃতরাষ্ট্র নিকটে ; কি তুমি
তাহাও বিস্মৃতি জলে বিধৌত করেছ ?
ধর্ম্মতঃ তুমিই রাজা, জানে প্রজাগণ
ছলে ও কৌশলে তোমা করি নির্ব্বাসিত
লয়েছে বিপুল রাজ্য ; সে যে রাজা নয়
জানে প্রজাগণ তাহা, রাজভক্তি তারে

করে না এ হেতু ; পুনঃ তার আচরণে
উপদ্রুত, উত্তেজিত, পুনঃ প্রধূমিত,
সামান্য ফুৎকারে অগ্নি নিশ্চয় জ্বলিবে,
জ্বলিয়া করিবে দগ্ধ ধৃতরাষ্ট্রকুল।
বীরকুল-চূড়ামণি-কেশরীকেশব,
তোমার সহায়, রাজা, পাঞ্চালাধিপতি
দ্রুপদ পুত্রের সহ খড়্গপাণি ঐ
তোমার কারণে আছে, কর নেত্রপত
কিসে তুমি অসহায় ? যাঁহার গাণ্ডীব
গর্জ্জনে অধৈর্য্য হয় মানব, দানব,
অমরেরা মৃত্যুভয়ে ভাবে পরমাদ।
তৃণতুল্য কৌরবেরা, গণেনা দ্রৌপদী,
কৃতান্তের কালদণ্ডসমান ভীষণ
হের না এ গদা, রাজা, গদাগ্রজ যাঁরে
নিয়ত প্রশংসা করে ; গদাধরসম
যদি হয় গদাধর তব বৃকোদর,
কারে ভয় কর ? তুচ্ছ কর্ণ, দুঃশাসন,
সিংহের সাহায্য লভি ভয় কি জম্বুকে ?
রমণী বলিয়া মোরে ভাবিবে না, প্রভু,
ক্ষত্রিয়কুমারী আমি, যে রক্তে ক্ষত্রিয়
জনমি বীরত্বে করে এ বিশ্ব বিস্মিত।
যার স্তন্যদুগ্ধে হয় শোণিতের বল,

স্নায়বিকবল, আর হৃদয়ের বল,
নির্ব্বোধপুরুষজাতি রমণীজাতিরে
বিলাসসামগ্রী বলি, ভাবে নিরন্তর
অন্তরেতে। অন্তরায়-কান্তারে স্বকরে
কর্ত্তিত করিয়া কান্ত, হব অগ্রসর।
নহে পাঞ্চালিকাসম এ পাঞ্চালী তব,
পাঞ্চজন্যনাদে যার বীরমদে মন
নৃত্য করে; ইচ্ছা করে নিজ করে অসি-
গ্রহিয়া উন্মত্ত ভাবে প্রবেশি সমরে।
দুঃশাসন-করোন্মুক্ত-বিপুল-কবরী
দ্রৌপদী অদ্যাপি পুনঃ করেনি বন্ধন;
কি আর লজ্জার আছে? লজ্জানিবারণ—
বস্ত্র উন্মোচিতে যবে হ'ল অগ্রসর
দস্যুদুঃশাসনদুষ্টপাণি, সভাস্থলে,
কি আছে লজ্জার আর দ্রৌপদীর প্রভু,
তদবধি নগ্না আমি, নিশ্চয় জানিবে।
কৃষ্ণা আমি; পঞ্চমুখ নিয়ত যাহার
স্তুতিপাঠে রত ছিল; দুর্দ্দম দানব
হরিতে উদ্যত যারে; কোথা ভূতপতি?
কোথা পতিমম? হায়! কোথা ভীমপতি?
ভূমে পতি শবতুল্য নিশ্চেষ্ট হৈরিনু।
শুনেছি ব্যাসের মুখে শিবসীমন্তিনী,

কৃষ্ণা পূর্ব্বে মুক্তকেশী অসি নিয়ে করে,
নগ্নবেশে প্রবেশিছে সমরপ্রাঙ্গণে,
দানবের ভয়ে যবে অমরমণ্ডলী
আশ্রয় লইয়াছিল গহনকাননে।
নগ্নতীক্ষ্ণখরধারঅসি করে করি
কৃষ্ণা অনুবর্ত্তী হ'য়ে দেববধূগণ
অবতীর্ণা হ'য়েছিল ; তেমতি সমরে।
বুঝাইব ভারতীয়াভগিনীগণেরে
তোমাদের অসহায়া একটী ভগিনী
দুর্ব্বৃত্তদস্যুর করে হয়েছে লাঞ্ছিতা।
নিবে না, ভগিনীগণ, প্রতিশোধ তার ?
রক্ষক বলিয়া মোরা পুরুষ জাতিরে
সসম্মানে সদা করি অর্চ্চনা, বন্দনা।
প্রপীড়িতা হইলেও ক্ষুধায় তৃষ্ণায়,
উদর বাঁধিয়া করি আহার অর্পণ ;
তার বুঝি প্রতিদান এ ঘোর লাঞ্ছনা,
বরঞ্চ বঞ্চক যদি লাঞ্ছনপ্রয়োগ
না করিয়া পাঞ্চালীর তীক্ষ্ণঅসিধারে
কর্ত্তিত করিয়া শিরঃ পাতিত করিত,
বুঝিতাম অনুগ্রহ গ্রহগণ মোরে
করেছে নিশ্চয় ; হায়! বুঝিনা কারণ,
এমন বিপুলসভা হয়নি কখন।

গণিকার নৃত্য যারা পিতা পুত্রে কভু
এক সভা আরোহিয়া বিলোকে না, হায়!
হায়! তারা দ্রৌপদীর প্রতি এ কুৎসিত-
লজ্জাকর-অত্যাচার-বিলোকনহেতু
একত্রিত হইয়াছে সে মহাসভায়!
সে আমোদ বিলোকিতে সবে সমবেত!
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামাআদি
বীরগণ পিতাপুত্রে মিলিত সকলে,
বৃদ্ধরাজাধৃতরাষ্ট্র সভা অধিরূঢ়।
সমাজের ভয়ে আর গুরুজনভয়ে
পাপী ও প্রত্যক্ষে পাপ করিতে পারে না।
বৃদ্ধপিতা, বৃদ্ধগুরু, বৃদ্ধপিতামহ,
সবার সম্মুখে পুনঃ সমাজ করিয়া
বল করি কুলবধূ সভায় আনিয়া,
কনিষ্ঠ ভ্রাতার দ্বারা নগ্না করিবারে
অনুমতি দিল জ্যেষ্ঠ; কনিষ্ঠসোদর
বস্ত্র উন্মোচিতে, লজ্জা! প্রবৃত্ত তখনি,
কি বলিব? হায়! হায়! সবার সম্মুখে
কুলজারে কটাক্ষিয়া নিজউরুদেশ
বস্ত্র উন্মোচিয়া তারে দেখাইল পাপ।
রহিল না ধর্ম্ম, আর সহিল এ পাপ
এই বসুন্ধরা দেবী, হায়রে! তখনি

বজ্রনিনাদেতে কেন কাঁপিল না ধরা,
অগ্নিউদ্‌গিরণ করি, ভস্মে পরিণত
করিল না সেই ক্ষণে, সে ক্ষত্রিয়সভা।
পাপঅভিনয়কারী সেই রঙ্গালয়
গ্রাসিল না কেন ধরা ? যে ধরা, স্বামীর
অত্যাচারে অভিভূত, ভূতপতিজায়া-
সমান আদর্শসতী সীতা তেজস্বিনী,
মানবের পাপচক্ষুঃ তাঁরে বিলোকিতে
অসমর্থ, ভাবি তাঁরে করিছে উদরে।
তৃণাবর্ত্ত. বাতাবর্ত্ত, সে পাপ-বত্মে'র
বিধ্বংসিতে প্রবর্ত্তিত হ'লনা তখনি।
সভাশিরে, কিংবা মোর শিরেতে তখনি
হইল না বজ্রপাত! গম্ভীর গর্জ্জনে
অম্বুদের। কুম্ভিশ্রেষ্ঠপৃষ্ঠে আরোহিয়া
জম্ভারির বৃথা দম্ভ, ধরিয়া দম্ভোলি।
অম্ভোনিধি স্ফীত হ'য়ে হস্তিনানগরী
করিল না জলমগ্ন, কবে রে, প্রলয়
করিবে করাল কাল ? অপেক্ষা কি আর ?
আছে কি অধিক পাপ ? থাকিতে পারে না,
কোথা রাম জামদগ্ন্য ? যাঁর ক্রোধাগ্নিতে
নগ্ন-তীক্ষ্ণ-কুঠারের ধারারূপস্রুক্
দুর্ব্বৃত্ত-ক্ষত্রিয়-কণ্ঠ-চ্যুত-রক্তধারা

অজস্র অর্পিল উগ্র-পূত-ঘৃতাহুতি
কোথা রাম ? প্রশমিত কেন ক্রোধানল ?
শিষ্য-ভীষ্ম হ'তে নাকি তিনি পরাজিত ?
শুনিয়াছি, ভীষ্ম-উগ্র-আগ্নেয়-গিরির
সহিতে না পারি, উগ্র-অজস্র-নিঃসৃত—
শর—শত—ধাতুদ্রব ; ভঙ্গ দিল রণে।
দেবব্রত সত্যব্রত দৃঢ়ব্রত যিনি,
আকৌমার ব্রহ্মচর্য্যাব্রতেতে দীক্ষিত।
সেই ভীষ্ম কি করিয়া সেই সভাতলে
অধিষ্ঠিত ? অনুষ্ঠিত যাহে হেন পাপ।
গর্ব্বিতরামের যিনি গর্ব্বিতগুরুর
গর্ব্বচূর্ণকারী ; যাঁর ভয়ে দেবাসুর
সদাভীত ; সদাভীত মহর্ষিমণ্ডলী
যাঁর সত্যনিষ্ঠা ব্রহ্মচর্য্যানিষ্ঠা হেরি।
জানি না, ভগিনীগণ, তিনি কার ভয়ে
সভাস্থলে জড়ীভূত, কেন কণ্ঠরোধ
হয়েছিল ? কোথা গেল শৌর্য্য, বীর্য্য তাঁর ?
যাঁহাকে আশ্রয় করি, ঈদৃশ গর্ব্বিত
মহাপাপ দুর্য্যোধন ; কার ভয়ে তাঁর
বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না ? কি করি এ পাপ-
অভিনয় বিলোকিল ? বুঝি না, বুঝি না,
কোথা তাঁর সত্যব্রত ? কোথা বা বীরতা ?

দস্যুহস্ত হ'তে এই একটী রমণী
অসহায়া নিজকুলবধূরে রক্ষিতে
পারিল না; ধরিল না তখনি কার্ম্মুক
উচ্ছেদিতে গঙ্গাসুত কুলাঙ্গারগণে।
আমরা, অমরবালা-সমান সমরে
প্রবেশিব, বিনাশিব বৈরিকুরুকুলে।
যুঝিব যখন মোরা, বুঝিব তখন
কি করেন দেবব্রত? সাধুচূড়ামণি,
ব্রীড়াঅবনতমুখে সমুখে আমারে
তদবস্থ হেরি, শুনি করুণদেবন,
সভায় ছিলেন যিনি, করেনি করুণা,
কিছুই শুনেনি যেন বধিরের প্রায়
অন্ধরাজ মন্ত্রীবর, দেখেনি কিছুই,
অর্দ্ধাঙ্গরোগীর মত গাঙ্গেয় তখন
নিজঅঙ্গচালনে ও ক্ষমতাবিহীন।
দেখিব ভগিনীগণ, আস্ফালিব যবে
স্ফটিকসদৃশ স্বচ্ছধারা তরবারি।
বিজুলির মত জ্বলি শত্রুস্কন্ধদেশে
প্রযুক্ত হইবে, যবে ভুজঙ্গীর মত
শত্রুপ্রাণবায়ুপানে ধাবিত হইবে,
কি করেন, ভীষ্মদেব দেখিব তখন।
হবে কি না হবে তাঁর আহবে মিলন!

দুর্য্যোধনরক্ষাহেতু কোদণ্ড টঙ্কারি
হবে নাকি অগ্রসর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে,
ধীরতার সহ কোথা যাবে বধিরতা
মূঢ়তা অন্ধতা ; তাঁর হইবে প্রস্থিত।
উষ্ণরশ্মিসম ভীষ্ম হবে অগ্রসর,
মেদিনীরে অপাণ্ডবা দুর্য্যোধনহেতু
করিবারে, ধর্ম্মসেতু সেই মহারথী।
জানিবে, ভগিনীগণ, নিশ্চয় জানিবে ;
যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের প্রতিকূলে যদি
কুলগুরু অবতীর্ণ ; উদীর্ণ বিক্রমে
পূজার ব্যবস্থা তাঁর বিশিখ-বর্ষণ।
আমরা ভগিনীগণ, ক্ষত্রিয়কুমারী,
ভুলিব না সে ব্যবস্থা সমরপ্রাঙ্গণে।
দুর্য্যোধন প্রতি তাঁর কৃপাপ্রবণতা।
উন্মত্তকৃপাণঅগ্রে দেখাব জগতে।
ভীষ্মের পবিত্ররক্ত করিবারে পান
কৃষ্ণার নাচিবে কৃষ্ণা অসি-নিশাচরী।
ক্ষত্রিয়া হইয়া কেন দয়া ভিখারিণী
হইব ? ভগিনীগণ, দেখনা ভাবিয়া।
ভিক্ষায় কে কোথা কবে পেয়েছে সম্মান ?
বিনয়ের বিনিময়ে এ লাঞ্ছনা মম।
অয়োময়-হৃদয়েতে বর্ষি অশ্রুজল

আর্দ্র করি, কোমলতা কে পারে আনিতে ?
শক্তিবিনিময়ে ভক্তিলাভ সুনিশ্চিত।
শত্রুবলিদান করি ; শত্রুর শোণিতে
করিব ভগিনীগণ, শক্তি আরাধনা !
যাঁর গর্ভে বাস করি, যাঁহার শোণিতে
পরিপুষ্ট হ'য়ে কালে প্রসূত হইয়া,
পুনশ্চ যাঁহার স্তন্যদুগ্ধে প্রবর্দ্ধিত
হস্তপ্রক্ষালনজল লবণের সহ
যাঁহার করিয়া পান ধরে না বদনে
হাসি রাশি, দেহে বল, হৃদয়েতে বল,
লাবণ্যতরঙ্গ অঙ্গে জোছনার মত,
উছলি পড়িছে ; তাঁরে চিনে না পামর,
চিনে না সে দেবতারে, দাসী মনে করে,
দুর্ব্বৃত্তপুরুষজাতি।" তার প্রতিশোধ
নিবে না ভগিনীগণ, শক্তিস্বরূপিণী।
আরাধ্য দেবতা স্বামী ; তাঁহার অর্চ্চনা
অবশ্য করিব মোরা, আত্ম-সুখবলি
দিব তাঁর পদে ; কিন্তু জানিবে নিশ্চিত,
শক্তিসত্ত্বে প্রেমে পূজা ; অশক্তের পূজা
আত্মরক্ষা স্বার্থ যেন আছে তার মাঝে।
পতিব্রতা মোরা কভু জ্বলন্তঅনল—
প্রবেশে হই না ভীত, মরণের ভয়

নাই কভু ; তবে কেন সমরের ভয় ?
এক স্বামী বিনা এই সমস্ত ভুবন
স্নেহ চক্ষে হেরি ; যেন নিজগর্ভজাত
যথা দুর্গা অনর্গলদয়ানির্ঝরিণী
সমস্ত জগৎ ভাবে নিজগর্ভজাত ;
জগদম্বানামে খ্যাত শম্ভুনিতম্বিনী।
আমরাও নারী জাতি, হৈমবতী-সতী-
সমান, সমস্তবিশ্ব স্নেহচক্ষে সদা
নেহারিব পুত্রসম। যে পাপ মলিন—
কাম-তৃষ্ণা-তরঙ্গিত-অপাঙ্গে হেরিবে,
উত্তমাঙ্গ চ্যুত তার স্কন্ধকন্দ হ'তে
করিতে ধাবিত যেন হয় অসিলতা ;
শম্ভুজায়াঅসি যথা শুম্ভ নিশুম্ভের।
সতী-শিরোমণি সীতা, লাবণ্য-চন্দ্রিকা,
কি দুগ্রহ! দশগ্রীব তাঁহারে নেহারি
হরি হরি! হরি নিল জলধির পারে
পাপাত্মা পাশব-বলে। হায় রে! জানকী
তার রক্তে বহাইতে নারিল মেদিনী,
আত্মরক্ষা করিতেও অশক্তা হইয়া
কেবল কাঁদিয়া বৃদ্ধবিহগে কাঁদাল'
অশ্রুসিক্তদেহ পুনঃ রক্তসিক্ত হ'য়ে
সীতাহেতু অশ্রুসহ ত্যজিল পরাণ

ধার্ম্মিক বিহঙ্গরাজ ; কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ
ভুজঙ্গম্মুখে আর্ত্তাভেকীর সমান—
দ্রৌপদীরে হেরিয়া ও করিল না কিছু।
মদনবিহ্বলদশস্কন্ধেরে হেরিয়া,
বিসর্জ্জিল বেদবতী অনলে পরাণ ;
কিন্তু কাত্যায়নী সেই দনুজরাজের
প্রস্তাবে উপেক্ষা করি, গর্ব্বিতবচনে
বলিল, "লইতে ইচ্ছা, বাধা নাই তাহে
যুদ্ধে জয় করি লও, যাইব আপনি।"
কালীর অকাল-জাত-জলদ-গর্জ্জনে
উত্তেজিত দৈত্যকুল, সমরে আসিয়া
চলি গেল, ফিরিল না, পুনশ্চ অদ্যাপি।
মুক্তাহার পরিহরি মুণ্ডমালা পরি,
শত্রুর শোণিতে দেহ চর্চ্চিত করিয়া,
কি শিক্ষা দিয়াছে কালী রমণী জাতিরে ?
যাঁর অনুগত হ'য়ে স্বামীর সোহাগ
ভুলিয়া, সমরাঙ্গনে সুরাঙ্গনাগণ
অবতরি তরবারি দক্ষ করে ধরি
রণদক্ষদৈত্যরক্তে বহাইলা নদী।
আমরাও সেই জাতি, সেই মহাব্রত
অনুষ্ঠিয়া উদযাপিব, শত্রুকুরুকুল-
পশুকুল বলি দিয়া, শোণিতধারায়

শীতল করিব ধরা। চল ত্বরা করি।
আর্ত্তবন্ধু কৃষ্ণচন্দ্র, সিন্ধু করুণার
সিন্ধুপরিখার মাঝে দ্বারকাপুরীতে,
যথারীতি যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষায় শিক্ষিতা
যদুকুলবধূ আর যদুকুলবালা
সবারে করেছে, তাঁরা সবে বীরবরা।
ধর্ম্মনীতিপ্রভৃতিতে যিনি অদ্বিতীয়।
শ্রীকৃষ্ণভূষণা ধরা উশণা-গীষ্পতি—
পুষ্প-মৌলি-দিবস্পতি-নগরীর প্রতি
ভ্রূভঙ্গী করিছে; সেই কৃষ্ণ-অনুষ্ঠিত—
কার্য্যের বুঝিনু, এতদিনে প্রয়োজন।
কৃষ্ণের ভগিনী ভদ্রা কৃষ্ণের সমান
অশ্বচালনায় কিংবা অস্ত্রচালনায়
সুশিক্ষিতা; ক্ষিতিতলে কে তুল্য তাঁহার?
যদুকুলবধূচতুরঙ্গিনীসহায়ে
কৃষ্ণতুল্য সুভদ্রারে সারথি করিয়া,
আরোহিয়া কপিধ্বজে অর্জ্জুনসমান
গাণ্ডীবকোদণ্ড ধরি উতরিব রণে।
পাঞ্চজন্য বাজাইয়া ভদ্রা বীরবধূ,
মম নিনাদিত দেবদত্ত-শঙ্খ-ভব-
দুঃসহ-নিনাদ সহ ব্যোম-ভূমি সহ
কাঁপাইবে যুগপৎ শত্রুর হৃদয়।

প্রশান্তজলধিসম শান্ত-শান্তনবে
অস্ত্ররাশি-প্রভঞ্জনে তরঙ্গ তুলিব।
শিখণ্ডী আমার জ্যেষ্ঠ; তাঁরে নারী ভাবি
ধরে না ধনুক ভীষ্ম। অশ্মতীক্ষ্ণশর
মম করোন্মুক্ত যবে উঠিবে, উড়িবে
গৃধ্রপঙ্‌ক্তিসম ব্যোমে শোণিত-পিপাসু
দেখিব কি করি করে ব্রত রক্ষা তাঁর
দেবব্রত। রণচণ্ডী শিখণ্ডি-ভগিনী
আখণ্ডলে রক্ষিলেও ছাড়িবে না তাঁরে।
ভূমণ্ডল অকৌরব করিবে দ্রৌপদী।
ভীষ্মপূজা উদযাপিয়া, তাঁরে বিসর্জ্জিয়া,
অসীম-অনন্তকাল—জলধি-সলিলে।
দেখাব গুরুরে তাঁর শিষ্যসীমন্তিনী
তাঁর যোগ্যা বটে কিনা? কনকবলয়
করে না কেবল শোভা এই করমূল,
সহিতে সমর্থ সত্য মৌর্ব্বীর আঘাত।
কেবল তাঁহার শিষ্য তাঁর মন্ত্র-পূত-
প্রদত্ত-অস্ত্রের পূজা করে না; তাঁহার
প্রিয়তমা পাঞ্চালীও করে অস্ত্র পূজা।
পূজিত সে অস্ত্রপুঞ্জে পুষ্পবৃষ্টি করি,
পিতৃবন্ধু দ্রোণাচার্য্যে করিয়া অর্চ্চনা
মৃণ্ময়শিবের তুল্য সংহারমুদ্রায়

বিসর্জ্জিয়া, অগ্রসর কর্ণ-অগ্রে হব।
অর্জ্জুন-মহিষী তাঁর অর্জ্জুনসহিত
রণাকাঙ্ক্ষা নিবারিবে, শরবারিরাশি
বরষি হরষি তারে বুঝাইয়া দিব,
কারে "দাসী" বলেছিলে, চিন কি তাহারে?
জ্বলন্তঅনলকল্প একটী একটী
সুতীক্ষ্ণ-বিশিখে তার স্পর্দ্ধা, অহঙ্কার,
আভিজাত্য, শৌর্য্য, বীর্য্য, ধার্ষ্ট্য বুঝাইব।
অবশেষে দুর্য্যোধনআশালতা সহ,
পার্থের প্রতিজ্ঞা সহ, কর্ণের মস্তক
বিচ্ছিন্ন করিব, তীক্ষ্ণদিব্যউগ্রশরে।
রণভূমে দুঃশাসনজম্বুকে হেরিয়া
উল্লম্ফিবসিংহীসম, করে খড়্গ ধরি।
এই কেশদাম-স্পর্শ করেছে যে করে,
অগ্রে সেই পাপহস্ত করিয়া ছেদন,
নৃসিংহের সম তার বক্ষবিদারণ
করিবে ভীমের বধূ, ভীমারূপ ধরি।
যে হৃদয়ে পাপইচ্ছা করিত পোষণ
তাহা হ'তে বিনিঃসৃত রুধিরের ধারা
পান করি, সুধাসম আত্মার তর্পণ
করিব, তোদেরে দিব সে আম্বুব পিতে।
তোমাদের সহ আমি সে মদিরাপানে

উন্মত্ত হইব, সখি, প্রতিজ্ঞা ভীমের
নিত্য-প্রতিনিধি-পত্নী আমিই পালিব!
শকুনির দুশ্চেষ্টার দিব প্রতিদান
পাশ-ক্রীড়াকারিহস্ত ছেদন করিব।
তোমাদের সহ আমি মথি রথগজ
শোণিতাক্তকলেবরে কুরুকুলাঙ্গার—
দুর্য্যোধন-অগ্রবর্ত্তী হইব আহবে।
দেখিব এ ভূমণ্ডলে প্রচণ্ড-পাণ্ডব-
বধূর অমোঘবেগ কে ফিরাতে পারে?
প্রথমেই গদাঘাতে উরুভঙ্গ তার
করিব, অনঙ্গবশে যে উরু আমারে
দেখাইল, দেখাইব, সে পাপের ফল
যে জিহ্বায় পাপকথা কহিল দুর্ম্মতি,
বগলামুখীর মত আকর্ষণীযোগে
আকর্ষিয়া সেই জিহ্বা দণ্ডের প্রহারে
কি বলিছ? বুঝাইব, পাঞ্চালিকা নয়
পঞ্চপাণ্ডবের বধূ পঞ্চালদুহিতা।
মধুবর্ষি-সুকোমল-সুরূপ-কুসুম
যার ইচ্ছা সেই তুলে বৃন্তচ্যুত করি,
আদরে গলায় পরে, বিম্লান হইলে
ফেলাইয়া দেয় দূরে। কোমলতা গুণে
পাইল এ প্রতিফল প্রসূন-সুন্দরী।

কিন্তু অগ্নিশিখা ঐ, গৃহ-অন্ধকার
দূর করে, আলোকিত করে গৃহস্থল।
রন্ধন করিয়া দেয় সুমিষ্ট আহার,
নিজের রূপের ছটা বিক্ষিপ্ত করিয়া,
বুঝাইয়া দেয় বিশ্বে দৃশ্য চরাচর।
কিন্তু তারে স্পর্শ করে কাহার শকতি?
নয়নে রূপের ছটা বিকিরণ করি,
বিজুলি কেমন খেলে জলদের গায়,
সেই সৌদামিনীস্পর্শে মরণ নিশ্চয়,
কে পারে এ বিশ্বমাঝে তারে বাধা দিতে?
এ দৃষ্টান্ত রমণীর বুঝাইয়া দিব।
রমণী ও মণি যদি নেহারে, হরিতে
নির্ভীকঅভীক, দস্যু, তস্করের মনে
দুরাকাঙ্ক্ষা সেইক্ষণ জাগরূক হয়।
যেমনি রুদ্রের রৌদ্রপ্রভনেত্রানল
জ্বলি উদ্‌গিরিয়া ভস্ম করেছিল কামে;
তেমতি সতীর চক্ষে অনল জ্বলিয়া
কামুকে করিবে ভস্ম কামের সহিত।
কি কহিব? মহারাজ তোমরা যখন
শবপ্রায় রহিয়াছে, তখন পাঞ্চালী
কালিকা সাজিয়া করে ধরি করবাল
শত্রুর কর্ত্তিতমুণ্ডে মেদিনী ছাইবে,

শত্রুরক্তে বহাইবে খরস্রোতঃনদী,
এত কহি তেজস্বিনী, যশস্বিরাজার
মনস্বিনীবধূ কৃষ্ণা নিবৃত্তা হইলা।
ভীমের লোচনে দীপ্ত অগ্নি উদ্গিরিল,
স্বেদবিন্দু ললাটেতে, দেহে স্বেদজল
বাহিরিল, ধমনীতে বহিল তখনি
উষ্ণরক্তস্রোতঃ, রক্ত বদনমণ্ডল
হইল, আরক্তনেত্র কোকনদপ্রায়।
দাঁড়াইল বৃকোদর ; সে ভীমমূরতি
দেখি ভীত বনচারী, কেশরী, শার্দ্দূল
ভয়ে ভীত বিহঙ্গম উড়িল আকাশে।
দাঁড়াইল বেদব্যাস, ললাটফলকে
ফুটিল অনল চক্ষুঃ, ক্রোধের আবেগে,
হৃদয়ের শক্তি যেন জাগ্রত হইয়া
বিদ্যুতের মত প্রতি শিরায় শিরায়
প্রবাহিত হ'ল, শিরে দীর্ঘ জটাভার
গর্জ্জিয়া উঠিল যেন ; ভুজঙ্গের মত
ফণাধরি ; রুদ্ররূপী দ্বৈপায়ন ঋষি,
আবৃত্তিল ; দ্রৌপদীর প্রত্যেক ভারতী
দ্রৌপদীর বাণী যেন প্রতিধ্বনি হ'য়ে
ব্যাসশৈলপ্রতিঘাতে পুনঃ আবর্ত্তিল।
প্রকৃতি মারুত-মধূচ্ছিষ্ট-শলাকায়

ধরিল সে শব্দরাশি ; ব্যোমযন্ত্র যোগে*
শোনাইতে বিশ্বে। হোথা বিশ্বনাথবধূ
ক্রোধোদ্দীপ্তত্রিলোচনা গর্জ্জিয়া উঠিলা,
দৃঢ়মুষ্টি-অকলঙ্ক-তীক্ষ্ণ-তরবারি
গ্রহিলা পুনশ্চ দেবী ; নেত্রজ্যোতি পড়ি,
জ্বলিল সে অসিলতা ঝক্ ঝক্ করি,
ব্যোমকেশ আতঙ্কেতে সিহঁরি উঠিলা।
দেবসভাতলে সচী দেবেন্দ্রের বামে
রত্নসিংহাসনে সভা আলোকিত করি
রূপের ছটায়, আর ভূষণচ্ছটায়,
উপবিষ্টা, সহসা সে উঠি দাঁড়াইলা
ক্রোধ বিস্ফূর্জ্জিতা, শৌর্য্য উগারে অগনি,
অশনি লইলা করে পতিকর হ'তে।
হোথায় দ্বারকাপতি গণে পরমাদ,
অষ্টাধিকষোড়শসহস্র বরনারী
একেবারে রত্নাসনে পদাঘাত করি,
একেবারে দাঁড়াইলা, সবে একেবারে
কোষোন্মুক্ত অসিলতা করে ক্রোধাবেগে।
ক্রোধোদ্দীপ্ত-বিলোচন-জ্যোতিতে মিশিয়া
অঙ্গজ্যোতি, রত্নজ্যোতি, তপনের জ্যোতি,

* Phonograph.

নিপতিত উদ্দীপিত তরবারি পরে।
একেবারে উত্থাপিত তরবারি শ্রেণী
ঝক্‌ঝকি জ্বলি উঠে বিজুলির মত।
ঝনঝনি শব্দ হ'ল অসিআস্ফালনে,
ভূষণের ঝণৎকার মিশি তার সনে
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে আজ শৌর্য্যের মিশ্রণ
হেরি থতমতি কৃষ্ণ ভাবে পরমাদ।

সম্পূর্ণ

